হযরত রাবেয়া বসরী (রা.)

ইরাকের বসরা নগরীর দরিদ্র এক পল্লিতে জন্ম হয়েছিলো এই ধর্মভীরু হযরত রাবেয়া বসরী (রা.)-র। হযরত রাবেয়া বসরীর জন্ম তারিখ নিয়ে অনেক মতভেদ রয়েছে। তিনি ৯৫ হিজরি, মতান্তরে ৯৯ হিজরির কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ইসমাইল এবং মাতার নাম মায়াফুল। তাঁরা দরিদ্র হলেও পরম ধার্মিক ও আল্লাহভক্ত ছিলেন। রাবেয়া বসরী ছিলেন ভদ্র, নম্র ও সংযমী; সেই সাথে প্রখর বুদ্ধিমত্তার অধিকারী। সবসময় গভীর চিন্তায় ধ্যানমগ্ন হয়ে যেতেন। রাগ, হিংসা, অহংকার তার চরিত্রকে কোনোদিন কলুষিত করতে পারেনি। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর মনিবের অধীনে দাসত্বের জীবনও অতিবাহিত করেছেন । বিরামহীনভাবে সকাল থেকে রাত অবধি তাঁকে কাজ করতে হতো। রাতে না-ঘুমিয়ে তিনি আল্লাহর আরাধনায় মগ্ন হয়ে থাকতেন। তিনি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে লেখাপড়ার সুযোগ পাননি; তবে খুব অল্প বয়সেই বাবা-মায়ের কাছ থেকে কোরআন, হাদিস ও ফিকাহ্-শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করেন। শিক্ষা-অর্জনের ক্ষেত্রে তাঁর কখনও কোনো সংকোচ ছিল না। জীবনে চলার পথে বহু কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তারপরও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কখনও পিছপা হননি। এই মহীয়সী নারী ১৮৫ হিজরি (মোতাবেক ৮০১ খ্রিস্টাব্দে) শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। এই মহীয়সী নারীর চেতনা বর্তমান শিক্ষার্থীদের ভিতর জাগিয়ে তুলতে এবং নৈতিকভাবে বলীয়ান করতে এই কলেজের একটি হাউসের নাম তাঁর নামে রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, শিক্ষাদানের পাশাপাশি ছাত্রীদের সুকুমার বৃত্তির সুশৃঙ্খল ও নান্দনিক প্রকাশে শহিদ বীর-উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজের ছাত্রীদের ১৯৯৬ সালে প্রথম ৪টি হাউসে বিভক্ত করা হয় এবং ৪ জন মহীয়সী নারীর নামে ৪টি হাউসের নামকরণ করা হয়।